বাঁশীর করুণ সুর

মো:আলী আজম

'কিনু গোয়ালার গলি'র সাথে কুয়েতের হাসাবিয়া- ব্লক তিন, সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গন রোড, জাপানের ছিবাকেন কিংবা বিশ্বজুড়ে অনাবাসী বাঙ্গালী অধ্যুষিত নানা নামে বাংলা টাউনের হুবহু মিল হয়তো নেই। সংখ্যায় প্রায় কোটি ছোঁয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে অবিকল পেশাজীবি হরিপদ কেরানীকেও পাওয়া যাবেনা নিশ্চয়। তা স্বত্বেও পরিবর্তিত জীবন যাত্রায়, ভিন্নতর পরিচয়ে ঘরছাড়া নিম্নবর্গীয় মানুষের হাহাকার, অনুভব, উপলব্ধিতে উপলক্ষ্য হিসেবে 'বাঁশীর করুণ সুর' মাহাত্ম্য হারায়না একটুও। দেশান্তরের প্রতিটি অস্থায়ী নিবাসই 'কিনু গোয়ালার গলি'। বেলা-অবেলায়, মুখর নির্জনতায় বাজ্ময় প্রতিটি উপলক্ষ্যই বাঁশীর করুণ সুর। তাল সোনাপুরের তালেব আলী যেমন বাংলা সাহিত্যে চিরকালের দু:খ-দৈন্যে জর্জরিত স্কুল মাস্টারের প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি ধলেশ্বরী পাড়ের হরিপদও কেরানীকূলের ট্রেডমার্ক। অবশ্য আজকালকার সংগ্রামী নেতা মাস্টার কিংবা অনুরূপ কেরানী ব্যতিক্রম বৈ নয়। রবার্ট থেকে লর্ড হয়ে যাওয়া ক্লাইভও তেমনি ব্যতিক্রম অর্থাৎ কেরানী হলেও হরিপদ ছিলেননা। এহো বাহ্য।

তালেব আলী মাস্টার কিংবা হরিপদ কেরানীর তুলনা মুলক বিচার বিশ্লেষন এখানে উদ্দেশ্য নয়। বলাবাহুল্য, বৈষয়িক বিষয়-আশয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ,ফলাফল নির্ণয় যতোটা সহজ কলা বিদ্যার বিচার আচার ততোই জটিল। তাজমহল আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বঙ্গবন্ধু সেতু আর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, রূপ-সৌন্দর্য্যের মিল অমিল নিয়ে স্থপতি মহল যতো অকাট্য মন্তব্য করতে পারেন ততোই দুরূহ গৃহদাহ আর আনা কারেনিন, পথের পাঁচালির সাথে ডেভিড কপারফিল্ড'র তুলনা, বিষয় চরিত্রে শত মিল থাকা স্বত্বেও। কবি-সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সাহিত্যকর্মের তুলনা এমন কি একই সাহিত্যিকের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যকর্মেরও তুলনা বিচার সহজসাধ্য নয়। সঙ্গত কর্ম কিনা সে প্রশ্নও থেকে যায়। দুধের স্বাদ দুধে ঘোলের স্বাদ ঘোলে, একে অন্যের বিকল্প যেমন নয় তেমনি পরিপূরকও নয়। প্রসঙ্গক্রমে লেভ্ টলস্টয় থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক, "All happy families are alike but an unhappy family is unhappy after it's own fashion." জগৎ জোড়া সুখী মানুষের চাল-চিত্র একও অভিন্ন কিন্তু প্রতিজন দু:খী মানুষের চাল চিত্র কার্য্যকারণ ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্বেও আপাত: সুখী-দু:খী নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই অতৃপ্তির একটা সাধারণ ক্ষতস্থান থাকে অবশ্যই। সেই ক্ষত সারাতে উপলব্ধিতে উত্তোরন পর্বটাই অসাধারণ।

শ্রেণী-পেশার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা সমালোচনা,ব্যাখা-বিশ্লেষণের নামে সাহিত্য, শিল্পকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করার প্রবণতা বিদগ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি। বলতে দ্বিধা নেই, বঙ্গীয় সমাজে এ'রীতি আরো পোক্ত। এখানে মানুষ খোঁচাতে ভালবাসে, যা পছন্দ তা নিজের খাঁচায় ভরতে তার চেয়েও বেশী ভালবাসে। ছাগলের মত খুঁটি মেরে বিচিত্রগামী সুন্দরের চৌহদ্দি সীমিত করে, টীকা-ভাষ্যকার রূপে সুন্দরের স্রষ্টার পাশে দাঁড়াবার এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাকে ছাড়িয়ে যাবার জোগাড়-যন্তরও অদৃশ্যপূর্ব নয়। তালেব আলী কিংবা হরিপদ'র স্রষ্টাগন যদি তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রকে ব্যক্তি কিংবা নিদেন পক্ষে শ্রেণী পেশায় সুনির্দিষ্ট করে দিতেন তাহলে ল্যাঠা চুকে যেতে ঠিকই কিন্তু চরিত্রগুলো দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে ধ্রুপদী হতে পারতোনা।

কোন কোন ভক্তের অনুরোধে নিজের কবিতার মর্মার্থ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন "বিড়ম্বনা"। 'সর্বত্রগ্রামী' না হলেও বিচিত্র পথে যাওয়ার পথ খোলা রাখতেই সৃষ্ট চরিত্রের নির্দিষ্ট একটা মার্কা মেরে দেয়ার চেয়ে সাধারণের জন্যে তা উন্মুক্ত রাখা শ্রেয় ভেবেছিলেন। বস্তুত: পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর তার বহুমুখীন সারল্যের মধ্যেই সুন্দর। পাখীর কলতান, নদী-নির্ঝরের ছন্দে কেউ বিরহে কাতর কেউবা মিলনের আনন্দে আত্মহারা। এমনকি একই প্রাণও একই উপলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। কলতান আর নির্ঝরের ভাষা ব্যাকরণ-বন্দী করা গেলে এমনটা হওয়ার জো ছিলনা। সুন্দরের এই বহুমুখীনতাই সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ , সর্বগ্রাহী এমনকি সর্বগ্রাসীও বটে। ফলত: বিচিত্র পথে সর্বগামীতার মধ্যেই সুন্দরের সার্থকতা। গুণীজনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কিংবা সরল,একমুখী আত্মীকরণে সুন্দর তার সাবলীলতা হারায়, তার যথেচ্ছ যাত্রার দ্বার রুদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে সে দায়ভার নিতে চাননি।

আমাদের পরীক্ষা পাশের ঠেকা আছে, নাম কামাবার দায় আছে সর্বোপরি উপভোগের তৃষ্ণা আছে। অতএব, আমরা লাইসেন্স প্রাপ্ত।

জন্মেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত জীব চলমান জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই উৎরাই বেয়ে এগিয়ে যায় নিশ্চিত পরিণতির দিকে। এর অন্যথা নেই। তবুও এক মোহন মায়া , নিয়তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, মোহগ্রস্থ করে রাখে এগিয়ে যাওয়ার উন্মাদনায়। বৃক্ষ জানে ফলে তার সার্থকতা , আবার পরিণতিও। মানুষও জানে জীবনের পথ ভাঙ্গাতেই যশ-খ্যাতি, আবার সমাপ্তিও এতেই নিহিত। পরিণতির পথে মানুষের জীবন বিন্দু বিন্দু সুখ-দু:খ, আনন্দ বেদনায় টই টুম্বর। ঘাত-প্রতিঘাতের নাম জীবন, অসম্পুর্ণতার নাম জীবন, পরিণতির দিকে ধাবমানতাই জীবন। চালচিত্রের শত সহস্র ভিন্নতা স্বত্ত্বেও মানুষের পথ পরিক্রমা এক ও অভিন্ন। পথ পরিক্রমায় গন্তব্যের মতই মানুষের হৃদয়ে লালিত একই সুখানুভূতির ঐশ্বর্য্য। দৃষ্টিতে একই সুন্দরের মায়া কাজল, যদিও তার আকার আঙ্গিক, পরিবেশ প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন। সঞ্চয়ের এ ঐশ্বর্য্য সে দৈনন্দিন জীবনে ভাঙ্গিয়ে খেতে পারেনা এমনকি এ'বিষয়ে সব সময় সম্যক অবহিতও নয়। অনুভবে সে মাহেন্দ্রক্ষণ কদাচিত আসে, তবে আসে অবশ্যই।

চৈতন্য থাকে স্বত্বার গভীরে। এমন কিছু উপলক্ষ্য যা সুপ্ত চৈতন্যকে নাড়া দেয়, স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধান তুচ্ছ করে অনুভবে নিজের পরম আরাধ্য অবস্থান, সান্ত্বনার বৈকুণ্ঠে পৌঁছে দেয় যেখানে বর্তমানের টানা পড়েন মিথ্যে হয়ে যায়। সমান্তরাল ঘটনা, নিসর্গ, ঋতুচক্রের পালাবদল তেমন উপলক্ষ হতে পারে এবং হয়ও। 'কিনু গোয়ালার গলিতে' অনুভবে মোক্ষলাভ তথা চৈতন্যোদয়ের উপলক্ষ্য - বাঁশীর করুণ সুর। হরিপদ এখানে , অনেকের মধ্যে, ঘরছাড়া নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। সদাগরি অফিসের এই কনিষ্ঠ কেরানী জীবিকার তাগিদে দেশান্তরী। মাস মাইনে প্রতিকী পঁচিশ টাকা,কুড়ি দিনারও বলা যায় অবলীলায়। বাস্তবিকই হরিপদ পেশাগত পরিচয়ে নিরুপায়, পরাজিত সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিভূ। কিনু গোয়ালার গলিতে পথের ধারে দোতলা বাড়ির একতলার ভাড়াটে। আবাসনটি স্থান-কাল-ভেদে প্রবাসী বাঙ্গালীর আদি সংস্করণ বললে অত্যুক্তি হয়না।

নিবাসে যেমন তেমনি জীবন যাত্রায়ও হরিপদ নিম্নবর্গীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবাসীর প্রতিবিম্ব। চাকরির দুরাবস্থা, বাড়তি রুজি, এবং ব্যয় সংকোচনের চেষ্ঠা, আচার-আচরন, সংস্কার, একাকীত্ব আর স্মৃতি রোমন্থনে আত্মপ্রসাদ এবং দীর্ঘশ্বাস সবই মিলে মিশে একাকার। হরিপদ'র লোনা ধরা ক্ষয়িষ্ণু দেয়ালে স্যাঁতপড়া দাগ, দরজার পরে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি- বিত্তহীন নিম্নবিত্তের বদ্ধমূল সংস্কার, আশা ছেড়ে দিয়ে তবু আশা রেখে দেয়ার স্মারক। প্রবাসীর মতই কিছুই নেই, কেউ নেই তবুও যেন সবই আছে , সবাই আছে। তার সঙ্গী বলতে এক টিকটিকি যার থাকা-খাওয়ার দায় নেই। মানুষ যখন নিজেকে তুলনায় ইতর প্রাণীরও অধম সাব্যস্ত করে তখন তার দুরাবস্থা তথা আর্থিক,মানসিক সঙ্গতির বিশদ বিবরন দরকার পড়েনা। তারপরেও কবিতায় বলা আছে কেরানী খাওয়ার বিনিময়ে দত্তদের বাড়িতে ট্যুশনি করে, কেরোসিন বাঁচাতে সন্ধ্যেটা শেয়ালদা স্টেশনে কাটায় তাতে যাত্রীদের ব্যস্ততা, ট্রেনের হুইসেল , কুলি হাঁকাহাঁকি তাবৎ চালচিত্রে খানিক বিনোদনও হয়। প্রবাসীরা যেমন নিকটস্থ বিমান বন্দরে অপ্রয়োজনেও প্রায়শ:ই হাজিরা দেয় কিংবা বিদেশী মহল্লার চা দোকানে হল্লা করে থাই লটারীর টিকেট কেটে ফতুর হয়। অত:পর রাত সাড়ে দশ বেজে গেলে বাসায় ফিরে নিরালা নিঝুম অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পন। দু:খের দিনে সুখের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ভেলায় ভেসে যাওয়ার লগ্ন। ফেলে আসা দিনের ব্যর্থতা,অপারগতাকে যথার্থতা দেয়ার চেষ্টা খানিক আত্মপ্রসাদ- পিসির দেওরের মেয়ের সাথে বিয়ে ঠিকঠাক, লগ্ন শুভ সে প্রমাণও পাওয়া গেল সেই লগ্নেই পলায়ন। অজুহাত আর্থিক দুরাবস্থা অবশ্যই। সান্ত্বনা- মেয়েটাতো রক্ষে পেল। যৌবনের সেই বেপরোয়া সিদ্ধান্ত কতোটা তাৎক্ষণিক,আবেগী , নিজের সাথে কতোটা ভন্ডামি তারও প্রমাণ মধ্যরাতের দীর্ঘশ্বাসে- "ঘরেতে এলোনা সে মনে তার নিত্য আসা যাওয়া পরনে ঢাকাই শাড়ী কপালে সিঁদুর।" নিজের কাছে অকপট স্বীকারোক্তি, পরাজয়ের কিংবা আত্মতৃপ্তির ।

বছর ঘুরে বর্ষা আসে। ট্রামে না চড়লেও নয়। খরচা বাড়ে তবুও অফিসে গর হাজিরা, বিলম্বের জরিমানা স্বরূপ মাইনে কাটা পড়ে। ছাতার অবস্থাও জরিমানা দেওয়া মাইনের মত অজস্র কাটাকুটি- তাপ্পি মারা। তবুও কর্ম এবং কর্মস্থলের বিড়ম্বনা বিচারে আজকের প্রবাসীদের চেয়ে হরিপদ অনেকটা ভাগ্যবান।
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনের মত সর্বদা রক্তসিক্ত অফিসের ছবি। অফিস শেষে বাসা, সেখানে জমাট একাকীত্ব মেঘের আঁধার কলে পড়া পড়া নিরূপায় জন্তুর মত মুর্চ্ছিত,অসাড়। হরিপদ'র মনের অবস্থাও মেঘের কালো ছায়ার মত,অসাড় জন্তুর মত হাহাকারে বিদীর্ণ অথচ নিরুপায়।

একই গলির মোড়ে কান্তবাবু থাকেন। একই গলিতে কেন, গাদাগাদি করে থাকা একই রুমে থাকাও বিচিত্র নয়। মেজাজে সৌখীন, কর্নেট বাজানো তার সখ। নর্দমার পঁচা-গলা,উপচে পড়া ডাস্টবিন ইত্যাদি কান্ত বাবুর শখে কিংবা শোকে বাধা হয়ে

দাড়ায়না। বসন্ত ঋতুরাজ হলেও বাঙ্গালীর নাড়ির যোগ বর্ষার সাথে। ঘরে-বাইরে যখন সে যেখানেই থাকুক এক চিলতে মেঘ, খানিক বৃষ্টি তাকে আনন্দ মুখর, বেদনা বিধুর কিংবা নিদেন পক্ষে আনমনা না করে যায়না। বর্ষায় বাংলার রূপ এবং সাধারণ মনে তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের আগে পরে এতো বিচিত্র রূপে বিধৃত হলো আর কোথায় কোন সাহিত্যে? এই বর্ষার আবহেই জীবন চরে আটকা পড়া জলের মাছ , দু:খ দৈন্যের চিরন্তন ট্রেডমার্ক হরিপদ'র ভাবোন্মেষ ঘটছে বাঁশীর করুণ সুরে।
কান্তবাবু গভীর রাতে, ভোরের আলো-ছায়ায় কিংবা বিকেলে গলির বীভৎস আবহাওয়ায় বাঁশীর করুণ সুর ছড়িয়ে দেয়। আচমকা সন্ধ্যায় তার সিন্ধু বাঁরোয়ায় তানে অনন্ত আকাশ যেন অনাদি কালের বিরহ বেদনায় ছেয়ে যায়। এলোমেলো ভাবনায় নিমজ্জিত হরিপদ তখন দিব্যদৃষ্টিতে দেখে জীবনের কানাগলিতে সে একাকী নয়, শোক-তাপ তা ও মিথ্যে। সুখ-দু:খে কোন ভেদাভেদ নেই সবই যেন মুদ্রার এ'পিঠ ও পিঠ। বাঁশীর ওই করুণ সুরের পথ বেয়েই যেন আকবর বাদশাহ ও হরিপদ কেরানী একই বৈকুণ্ঠের পথিক। তফাৎ এইটুকু- একজনের মাথায় রাজছত্র আরেকজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতা। সে বৈকুণ্ঠে গোধুলি লগ্নে জাগতিক শোক-তাপ মিথ্যে , এবং সেখানেই যন্ত্রণার ভীড়ে ভুলে যাওয়া কিংবা যত্নে আগলে রাখা জীবনের মধুরতম চাওয়া অনুভবে প্রাপ্তিযোগ । সে অনন্তধামে ঘরছাড়া হরিপদদের চিরদিন নিভৃত চাওয়া অনুভবে বাস্তব, সচিত্র-বাঙ্ময়। সেখানে দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে ধলেশ্বরী শুধু নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিটি নদী বয়ে চলে , তীরে তমালের ঘন ছায়া, আঙিনায় পথ চেয়ে আছে সেই মানসী যার পরণে ঢাকাই শাড়ী কপালে সিঁধুর।

জাগতিক প্রয়োজন কিংবা লোভের বশে মানুষ ঘর ছাড়ে বটে নীড় ও নাড়ির টান প্রচ্ছন্নে থেকেই যায়। সে টানে ক্ষত-বিক্ষত ছুটি গল্পের ফটিক, পোস্টমাস্টারকে পেয়েছি আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে। ঘর ছাড়া মানুষ কখনও আরাধ্য খুঁজে পায় কখনও পায়না। তবে না পাওয়ার পাল্লা ভারী। যারা আপাত: সার্থক তারাতো বটেই যারা ব্যর্থ তারাও নানা ছলা-কলায় ফেলে আসা নীড় এবং তাকে ঘিরে অজস্র স্মৃতি প্রকাশ্য দিবালোকে গায়ের জোরে ভুলে থাকে, অস্বীকার করে অথচ নিঝুম নিশুতি রাতে সেই টান, মধুময় স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত , বেদনাসিক্ত হয়। সময়প্রবাহে বিরহ যত দীর্ঘায়ীত হয়, ব্যর্থতা যত বাড়তে থাকে বেদনা চেপে লোকোচুরির ইচ্ছে এবং শক্তি দুটোই কমে আসে। যেন তেন উপলক্ষ্যে সে ছাই চাপা আগুন প্রকাশ্যে এসে যায়। যন্ত্রণায় চরম কাতর সেই মুহূর্তে উপলক্ষ্যের সূত্র ধরে পরম মমতায় ঘরে ফেরা, জীবনের কাছে আত্মসমর্পন- এই অনুভবে যে, 'কেউ পথ চেয়ে আছে ' এবং তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ের গোপন অলিন্দে অতৃপ্ততার সমান আকুতি। এই সান্ত্বনা তথা তৃপ্তি তা-ও বেদনার উৎস মূলে উত্তোরণের অনুভবে নিহিত । উত্তোরণের এই উপলক্ষ্য, বলাইবাহুল্য- দেশ-বিদেশের 'কিনু গোয়ালার গলিতে' বাঁশীর অপার্থিব করুণ সুর।

aliazamali@hotmail.com